দানিয়েলের বই - নম্বর একশো সাতচল্লিশ

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকে গঠনে ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর ভূমিকা: প্যাট রবার্টসন থেকে ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন পর্যন্ত

Jeff Pippenger

2024-03-20

আমরা আগের প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ দিয়ে শেষ করেছিলাম:

> আত্মবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করবে যারা মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য করতে বেছে নেয়। আত্মাদের কাছ থেকে আসা বার্তাগুলো ঘোষণা করবে যে রবিবারকে প্রত্যাখ্যানকারীদের তাদের ভুল বোঝাতে ঈশ্বরই তাদের পাঠিয়েছেন, এবং নিশ্চিত করবে যে দেশের আইনকে ঈশ্বরের বিধানরূপে মান্য করা উচিত। তারা বিশ্বের মহা অধার্মিকতা নিয়ে বিলাপ করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের সাক্ষ্যকে সমর্থন দেবে যে নৈতিকতার অধঃপতিত অবস্থা রবিবারকে অপবিত্র করার ফল। যারা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে বিরাট ক্ষোভ উদ্দীপ্ত হবে। The Great Controversy, 589, 590.

"ধর্মীয় শিক্ষকদের এই সাক্ষ্য যে নৈতিকতার অধঃপতিত অবস্থা রবিবারের অপবিত্রকরণের ফলে ঘটেছে," এটি এমন এক ইতিহাসের পথচিহ্ন, যা যুক্তরাষ্ট্রকে সূর্য-পূজার আরোপের দিকে নিয়ে যায়। প্যাট রবার্টসন, আমেরিকান টেলিভ্যাঞ্জেলিস্ট এবং ক্রিশ্চিয়ান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক (সিবিএন) ও ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৮৮ সালের রিপাবলিকান প্রাইমারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রবার্টসনের প্রচারণা রক্ষণশীল খ্রিস্টান ভোটারদের সংগঠিত করা এবং তাঁর ইভানজেলিক্যাল বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক বিষয়গুলোর পক্ষে অবস্থান নেওয়ার ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৮৯ সালে সমাপ্তির সময়ে, শেষ আট জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথমজনের ইতিহাসে, ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রেগানের প্রেসিডেন্সির ইতিহাস, শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ইতিহাসের প্রতিরূপ।

ঈশ্বরের বিচারসমূহ শীঘ্রই এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চলেছে, যা 'দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি'র পূর্ববর্তী অংশকে পূরণ করবে, এবং যা ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের কাজের সঙ্গে সমান্তরাল। ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন গঠিত হয়েছিল সেই নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে, যেগুলো সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইট বলেছেন যে সরকারের লাগাম যাদের হাতে, তারা সেগুলো সমাধান করতে পারে না। রিগ্যান আমলের ইতিহাসে ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া এক অনুরূপ আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে। ভাববাণীর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে ব্লেয়ার বিলসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত রবিবার-আইন সংকটের সময় ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের প্রতিচ্ছবি ছিল ন্যাশনাল রিফর্ম মুভমেন্ট। ন্যাশনাল রিফর্ম মুভমেন্ট ১৮৮৮ সালে গঠিত হয়েছিল, এবং সিস্টার হোয়াইট তাঁর রচনায় বিশেষভাবে সেই আন্দোলনকে সম্বোধন করেছেন।

> ঈশ্বরের লোকদের জন্য এক মহাসঙ্কট অপেক্ষা করছে। বিশ্বের জন্যও একটি সঙ্কট অপেক্ষা করছে। সমস্ত যুগের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রামটি এখন আমাদের একেবারে সামনে। যে ঘটনাগুলিকে আমরা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে

চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আসন্ন বলে ঘোষণা করে আসছি, সেগুলো এখন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। ইতিমধ্যে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রশ্নটি জাতির আইনপ্রণেতাদের কাছে জোর দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে। রবিবার পালন বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নটি জাতীয় আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভালো করেই জানি, এই আন্দোলনের পরিণতি কী হবে। কিন্তু আমরা কি এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত? মানুষের সামনে যে বিপদ রয়েছে, সে বিষয়ে তাদের সতর্কবার্তা দেওয়ার যে দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন, আমরা কি তা বিশ্বস্তভাবে পালন করছি?

অনেকেই আছেন, এমনকি যারা রবিবারের বাধ্যতামূলক প্রয়োগের এই আন্দোলনে যুক্ত, যারা এই পদক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে অন্ধ। তারা দেখেন না যে তারা সরাসরি ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আঘাত করছেন। অনেকেই আছেন যারা কখনো বুঝতে পারেননি বাইবেলীয় সাবাথের দাবি এবং যে মিথ্যা ভিত্তির ওপর রবিবারের প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে যে কোনো আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে পোপতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার; যে পোপতন্ত্র যুগের পর যুগ বিবেকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ করেছে। রবিবার পালন নামের তথাকথিত খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব ঋণী 'অধর্মের রহস্য'-এর কাছে; এবং এটিকে বলবৎ করা হবে সেই নীতিসমূহের এক কার্যত স্বীকৃতি, যা রোমান ক্যাথলিকতন্ত্রের একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর। যখন আমাদের জাতি তার শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহ এতটাই ত্যাগ করবে যে রবিবার-আইন প্রণয়ন করবে, তখন এই কাজে প্রোটেস্ট্যান্টবাদ পোপতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলাবে; এটি ছাড়া আর কিছুই হবে না, সেই স্বৈরতন্ত্রকেই নতুন জীবন দান করা, যা বহুদিন ধরে আবার সক্রিয় অত্যাচারী শাসনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় উদগ্রীব।

ন্যাশনাল রিফর্ম আন্দোলন, ধর্মীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হলে অতীত যুগে প্রচলিত একই অসহিষ্ণুতা ও নির্যাতন প্রকাশ করবে। তখন মানবসমিতিগুলো দেবত্বের বিশেষ অধিকার নিজেদের বলে ধরে নিয়ে, তাদের স্বৈরশাসক ক্ষমতার নিচে বিবেকের স্বাধীনতাকে চূর্ণ করেছিল; আর যারা তাদের আদেশের বিরোধিতা করেছিল, তাদের জন্য কারাবাস, নির্বাসন ও মৃত্যু নেমে এসেছিল। যদি পোপতন্ত্র বা তার নীতিসমূহ আবার আইন করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে জনপ্রিয় ভ্রান্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে যারা বিবেক ও সত্যকে বলি দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের আগুন আবার প্রজ্বলিত হবে। এই অনিষ্ট বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে।

যখন ঈশ্বর আমাদের এমন আলো দিয়েছেন যা আমাদের সামনে থাকা বিপদগুলোকে প্রকাশ করে, তখন মানুষের সামনে তা তুলে ধরতে আমাদের সাধ্যের সবরকম চেষ্টা করা থেকে আমরা যদি অবহেলা করি, তবে তাঁর দৃষ্টিতে আমরা কী করে নিষ্কলুষ থাকতে পারি? আমরা কি সন্তুষ্ট থাকতে পারি যে তাদেরকে কোনো সতর্কতা ছাড়াই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হতে ছেড়ে দেবে?

আমাদের সামনে একটি অব্যাহত সংগ্রামের সম্ভাবনা রয়েছে—কারাবাস, সম্পত্তি হারানো, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারানোর ঝুঁকি নিয়ে—ঈশ্বরের আইন রক্ষা করার জন্য, যা মানুষের প্রণীত আইন দ্বারা অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, শান্তি ও সম্প্রীতির খাতিরে, জাগতিক নীতি দেশের আইন বাহ্যিকভাবে মানতে জোর দেবে। আর এমনও কেউ কেউ আছেন, যারা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এমন পথ

> অবলম্বনে জোর দেবেন: ‘প্রত্যেকে ব্যক্তি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধীন হোক.... যে কর্তৃত্বসমূহ আছে, সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা স্থাপিত।’
>
> কিন্তু অতীত যুগে ঈশ্বরের দাসেরা কী পথ অবলম্বন করেছেন? যখন শিষ্যরা তাঁর পুনরুত্থানের পর খ্রিস্ট—অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ তাঁকে—প্রচার করছিলেন, তখন কর্তৃপক্ষ তাদের আদেশ দিল যে তারা যেন আর কথা না বলে এবং যীশুর নামে শিক্ষা না দেয়। কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, ‘ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের চেয়ে তোমাদের কথা শোনা কি যথার্থ, তা তোমরাই বিচার করো। কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।’ তারা খ্রিস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করতে থাকলেন, এবং ঈশ্বরের শক্তি বার্তাটির প্রতি সাক্ষ্য দিল। টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ৭১১–৭১৩।

ঈশ্বরের বিচারসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, যা ধর্মীয় নেতাদের সার্বজনীন নৈতিকতার পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানাতে যুক্তি সৃষ্টি করবে, যেমনটি ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে দেখা গিয়েছিল, এবং পরে আবার ১৯৮৯ সালে সময়ের শেষকে চিহ্নিত করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট, তার ইতিহাসে। "ঈশ্বরের লোকদের সামনে এক মহাসংকট অপেক্ষা করছে। বিশ্বের সামনে এক সংকট অপেক্ষা করছে।" সিস্টার হোয়াইট দুটি প্রশ্ন করেন, "যখন ঈশ্বর আমাদের সামনে থাকা বিপদগুলো দেখিয়ে আলো দিয়েছেন, তখন আমরা যদি মানুষের সামনে তা তুলে ধরতে আমাদের সাধ্যের সব প্রচেষ্টা করা থেকে বিরত থাকি, তবে কীভাবে আমরা তাঁর দৃষ্টিতে নির্দোষ থাকতে পারি? আমরা কি সতর্ক না করে তাদেরকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির মুখোমুখি হতে ছেড়ে দিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি?"

আমাদের সামনে থাকা বিপদগুলো দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কী আলো ছিল, আর যদি কোনো আলোই না থাকে, তবে এক প্রেমময় ঈশ্বর কীভাবে তাঁর লোকদের জবাবদিহিতার আওতায় রাখবেন সতর্কবার্তা পৌঁছে না দেওয়ার জন্য, যদি তারা কখনো সেই সতর্কবার্তাই না শুনে থাকে? প্রিয় পাঠক, এই প্রবন্ধগুলোতে উপস্থাপিত আলোর জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

এই নিবন্ধগুলিতে ডেমোক্র্যাট ড্রাগন ক্ষমতা, রিপাবলিকান মিথ্যা নবী ক্ষমতা, পোপীয় ক্ষমতা, ইসলাম এবং লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ, তদুপরি আক্ষরিক ইসরায়েলের বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলোকে ক্ষমতাসীনরা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বলে বিবেচনা করবে; কিন্তু সেগুলো ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসা বার্তা, যা লাইন পর লাইন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই লাইনগুলো চিৎকার করে জানাচ্ছে যে ঈশ্বরের বিচারসমূহ শিগগিরই বৃদ্ধি পাবে এবং ঘটার হার ত্বরান্বিত হবে।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিতে, অন্তিমকালের ঠিক পূর্ববর্তী ইতিহাসে ১৯৮৯ সালে যে ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন গঠিত হয়েছিল, তার প্রয়োগ কেবল ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকের সমান্তরালতার তুলনায়ও অধিকতর তাৎপর্যময়। আমরা সদ্য সিস্টার হোয়াইটের যে উদ্ধৃতাংশটি উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি স্পিরিচুয়ালিজমকে শয়তান যেভাবে জগতকে বন্দী করে সেই দুটির একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; এবং তারপর তিনি শয়তান যে অলৌকিক কার্যসমূহ সম্পাদন করবে, সেগুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর, অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের আগমনের পর, ড্রাগনের অধিক্ষেত্রে, পশুর অধিক্ষেত্রে এবং মিথ্যা ভাববাদীর অধিক্ষেত্রে শয়তানীয় অলৌকিকতার

এক প্রবল প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনাবলিকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্রই আসন্ন রবিবার-আইনের পর খ্রিস্টের ছদ্মবেশে ধারণ করে শয়তানের আগমনের প্রতীকায়ন করে।

ক্যাথলিক ধর্মের পরিসরে, ১৯৯০-এর দশকে পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছিল তথাকথিত কুমারী মেরির আবির্ভাব, সঙ্গে ছিল সন্তদের মূর্তি থেকে রক্তক্ষরণের অলৌকিকতা, আকাশে আবির্ভাবের অলৌকিক ঘটনা, নির্মেঘ আকাশ থেকে ফুলের পাপড়ি ঝরা, এবং অন্যান্য অযৌক্তিক শয়তানি অলৌকিকতা। সেই সময়ে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষের তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল; এই ঘটনাগুলি যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল, তাতে আকৃষ্ট হয়ে জনসাধারণ সেগুলোতে অংশ নিয়েছিল। এ নিয়ে বই লেখা হয়েছিল, সাংবাদিকরা অনুসন্ধান করেছিলেন, টাইম ও নিউজউইক-এর মতো ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদে এসব বিষয় তুলে ধরেছিল।

অজগরের রাজ্যে ভারতের হিন্দু মূর্তিগুলি শয়তানি অলৌকিকতার প্রকাশ করেছিল; মূর্তিগুলির ওষ্ঠে ঠেকানো চামচ বা গ্লাসে রাখা পানীয় নিবেদন মূর্তিগুলি পান করত। যে ঘটনাটি ভারতের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শুরু হয়েছিল, তা মিশরের ব্যাঙদের ন্যায় সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিবিসি টেলিভিশন সংবাদে এ ঘটনাটির ওপর একটি ভাষ্য প্রচারিত হয়, এবং পরিশেষে টেলিভিশনে বিবিসির প্রতিবেদক এই প্রশ্ন তোলেন, "আমি ভাবছি, আমরা যদি আগামীকাল লন্ডন মিউজিয়ামে গিয়ে হিন্দু মূর্তিগুলোর একটির কাছে এক গ্লাস দুধ নিবেদন করি, তবে কী হবে?" পরদিনের সন্ধ্যার সংবাদে ঐ একই প্রতিবেদককে লন্ডন মিউজিয়ামে দেখা গেল, এবং ক্যামেরাগুলি চলছিল এমন সময়ে তিনি একটি বৃহৎ হিন্দু মূর্তির কাছে এক গ্লাস দুধ নিবেদন করলেন। গ্লাসটি মূর্তির ওষ্ঠে স্পর্শ করামাত্রই দুধটি সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তির ভেতরে শুষে নেওয়া হলো।

আমেরিকান আদিবাসীদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আধ্যাত্মিক ধারায়, “মিরাকল” নামে পরিচিত সাদা মহিষটি ১৯৯৪ সালের ২০ আগস্ট উইসকনসিনের জেনেসভিলের কাছে ডেভ ও ভ্যালেরি হাইডারের খামারে জন্মগ্রহণ করে। মিরাকল সাদা লোম নিয়ে জন্মেছিল, এবং কিছু মানুষের কাছে তার জন্মকে নেটিভ আমেরিকানদের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণ হিসেবে ধরা হয়েছিল। বিভিন্ন নেটিভ আমেরিকান ঐতিহ্যে, সাদা মহিষের জন্মকে পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, যা ঐক্য, শান্তি ও আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণের প্রতীক। মিরাকল ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অনেকের কাছে আশা ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রতীকে পরিণত হয়। সাদা মহিষের ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র অন্বেষণ করলে দেখা যায় এটি নেটিভ আমেরিকানদের আধ্যাত্মবাদী ধর্মের সর্বাপেক্ষা পবিত্র নিদর্শনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, কারণ সাদা মহিষের প্রাথমিক কাহিনিতেই সংস্কৃতিতে “piece pipe” প্রবর্তিত হয়েছিল।

১৯৯৪ সালে, ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মিথ্যা ভাববাদীর পরিমণ্ডলে, ‘হোলি লাফটার’ আন্দোলন, যা ‘টরন্টো ব্লেসিং’ নামেও পরিচিত, কানাডার অন্টারিও প্রদেশের টরন্টো শহরের Toronto Airport Vineyard Church (বর্তমানে Catch The Fire Toronto নামে পরিচিত)-এ ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে সূচিত হয়। পাস্টর জন ও ক্যারোল আরনটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক ধারাবাহিক পুনর্জাগরণ সভার সময়েই সমবেত উপাসকদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণাতীত হাসির প্রপঞ্চ, সঙ্গে কম্পন, ক্রন্দন ও মাটিতে লুটিয়ে পড়া, অথবা পশুর অনুকরণ ও পশুস্বরের অনুকরণের মতো অন্যান্য প্রকাশরূপ, দেখা দিতে শুরু করে—যা প্রায়ই ‘স্লেইন ইন দ্য স্পিরিট’ বা ‘ড্রাঙ্ক ইন দ্য লর্ড’ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হাসি ও অন্যান্য প্রকাশসমূহকে অংশগ্রহণকারীরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কার্যের ফল হিসেবে বিবেচনা করছিলেন; ফলে ঘটনাটিকে বর্ণনা করতে "পবিত্র হাসি" পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতে থাকে। টরন্টো এয়ারপোর্ট ভাইনইয়ার্ড চার্চের জাগরণ সভাসমূহ বিশ্বজুড়ে মনোযোগ ও দর্শনার্থী আকর্ষণ করছিল, যার ফলস্বরূপ আন্দোলনটি অন্যান্য গির্জা ও সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এই হাসির অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসত, এবং তারা যখন নিজ নিজ গির্জায় ফিরে যেত, তখন সেই গির্জাগুলিতেও প্রায়শই একই দৈত্যাত্মক প্রকাশসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করত।

প্যাট রবার্টসন ১৯৬০ সালে ক্রিশ্চিয়ান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক (সিবিএন) প্রতিষ্ঠা করেন। সিবিএন ছিল খ্রিস্টীয় প্রোগ্রামিংয়ের জন্য নিবেদিত প্রথম দিকের টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর একটি, এবং যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টীয় সম্প্রচার শিল্পের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিবিএন টেলিভিশন, রেডিও ও ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের পরিসর ও প্রভাব বাড়িয়েছে, এবং বিশ্বের বৃহত্তম খ্রিস্টীয় মিডিয়া সংস্থাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৮৮ সালে, তিনি ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হন। তাঁর বিশ্বাসের উৎস পাওয়া যায় ন্যাশনাল রিফর্ম মুভমেন্ট ও লর্ড'স ডে অ্যালায়েন্সে। উভয় সংগঠনই ১৮৮৮ সালে শুরু হয় এবং খ্রিস্টান নীতিমালার ভিত্তিতে নানা সামাজিক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করছিল; যার মধ্যে ছিল মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা, নারীদের ভোটাধিকার, এবং বিশ্রাম ও উপাসনার দিন হিসেবে সাবাথ (রবিবার) পালন। আন্দোলনটি ইভানজেলিক্যাল প্রোটেস্টেন্ট্যান্টবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং বাইবেলীয় নীতিমালায় পরিচালিত একটি 'খ্রিস্টান জাতি' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। রবার্টসন ন্যাশনাল রিফর্ম মুভমেন্ট এবং লর্ড'স ডে অ্যালায়েন্স—উভয়েরই মতো একই নীতির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। সে কারণেই তিনি রিজেন্ট ইউনিভার্সিটিও প্রতিষ্ঠা করেন।

প্যাট রবার্টসন ১৯৭৭ সালে ক্যাথলিক মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে Regent University প্রতিষ্ঠা করেন, যার বিরুদ্ধে উইলিয়াম মিলার অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বিরোধিতা করছিলেন। ক্যাথলিকধর্ম ও ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্টেন্ট্যান্টবাদ একটি শয়তানী বাইবেলীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা অন্যান্য অপবিত্র ফলের পাশাপাশি এই বিশ্বাসও জন্ম দেয় যে যিশু বাস্তবে ফিরে আসার আগে এক হাজার বছরের শান্তি থাকবে। রবার্টসন বিশ্বাস করেন, তার বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষ ও নারীদের এমন ব্যক্তি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়, যারা বাইবেলীয় সহস্রাব্দে খ্রিস্টের হাজার বছরের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। "regent" শব্দটির অর্থ হলো এমন একজন, যিনি দেশের বাইরে অবস্থানরত কোনো শাসক বা রাজাধিরাজের প্রতিনিধি বা উপ-শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৯ সালের 'সময়ের শেষ' আগমনের পূর্বে—অন্তত ১৯৬০ সাল থেকেই—১৮৮৮ সালে রবিবার-আইন প্রণয়নের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করছিল যেসব সংস্থার আধুনিক প্রতিরূপ, তারা ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৯৮৯-এর পরে, ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা ভাববাদীর ধর্মীয় পরিসরের তিনটি উপাদানকে শয়তান প্রকাশসমূহ প্রকম্পিত করছিল। যীশু সর্বদা কোনো কিছুর সমাপ্তিকে তার সূচনার সঙ্গে চিহ্নিত করেন, এবং দানিয়েলে এগারোর চল্লিশতম পদে 'সময়ের শেষ' হিসেবে নির্ধারিত ১৯৮৯ এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্বের সূচনা করে, যার পরিসমাপ্তি একচল্লিশতম পদের আসন্ন রবিবার-আইনে হবে। সেই রবিবার-আইন উপস্থিত হলে, শয়তান খ্রিষ্টের 'বেশধারণ' করে আবির্ভূত হবে, এবং অলৌকিক কাজ ও আরোগ্যের মাধ্যমে তার প্রতারণার শিখরস্বরূপ কার্য আরম্ভ হবে।

যে ইতিহাস সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালটির সূচনা করে, তা একটি ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলনের কাজকে চিহ্নিত করে, যা রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়, এবং যার প্রতীক ছিল ১৯৮৯ সাল—ঐ সময়কালের সূচনা। ১৯৮৯ সালে "লোহার পর্দার" "দেয়াল" ভেঙে পড়ে, এবং এই সময়কালের শেষে "গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের দেয়াল" ভেঙে পড়ে। এই সময়ের সূচনা শেষে আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথম দুইজনকে চিহ্নিত করে। শুরুর সময়টি পোপতন্ত্রের সোভিয়েতে ইউনিয়নে তার শত্রু নাস্তিক্যবাদকে পরাভূত করা চিহ্নিত করে, এবং শেষাংশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোপতন্ত্রের তার শত্রু প্রোটেস্টেন্টবাদকে পরাভূত করা চিহ্নিত করে। সূচনায় ঐ আটজন প্রেসিডেন্টের প্রথমজনকে (একজন রিপাবলিকান) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর খ্রিস্টবিরোধীর সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়, এবং সমাপ্তিতে ঐ আটজনের শেষজনকেও বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর খ্রিস্টবিরোধীর সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যাবে। ঐ প্রথম প্রেসিডেন্টকে দেয়াল ভেঙে ফেলার জন্য দায়ী বলে বোঝা হয়, এবং শেষজন হলেন যিনি দেয়াল নির্মাণ করবেন।

১৯৬০ সালে আধুনিক জাতীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যা ১৯৮৯ সালের অন্তিম সময়ে উপনীত হয়। নির্বাচনের পর শয়তানীয় অলৌকিক কর্মসমূহের সূচনা হয়। রবিবার আইনের পূর্বে জাতীয় সংস্কারবাদীদের চূড়ান্ত প্রকাশ আবারও রাজনৈতিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। রবিবার আইনের সময় শয়তানের বিস্ময়কর কার্য সম্পাদনের সময় উপস্থিত হবে। রবিবার আইনের পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োজনবশত এমন সব বিচার সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সমৃদ্ধি অপসারিতই করবে না, বরং সে বিচারসমূহ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োজনেই এতটাই কঠোর ও ভয়াবহ হওয়া দরকার যে যুক্তির ভিত্তি এমনভাবে স্থাপিত হয়, যাতে অন্তিম জাতীয় সংস্কার আন্দোলনের সদস্যরা—খ্রিস্টীয় জাতীয়তাবাদীরা—সেই বিচারসমূহের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে তাদের কথিত 'প্রভুর দিন' অপবিত্রকারী নাগরিকদের।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> যদি আমাদের লোকেরা যে উদাসীন মনোভাবে ছিল, সেই মনোভাবেই চলতে থাকে, ঈশ্বর তাদের ওপর তাঁর আত্মা বর্ষণ করতে পারেন না। তারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত নয়। তারা পরিস্থিতির প্রতি সজাগ নয় এবং আসন্ন বিপদটি উপলব্ধি করে না। এখন, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি, তাদের সতর্কতা ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা উচিত।
>
> তৃতীয় স্বর্গদূতের বিশেষ কাজটিকে তার যথার্থ গুরুত্বে দেখা হয়নি। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে তাঁর লোকেরা আজ যে অবস্থানে আছে তার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে থাকুক। কিন্তু এখন, যখন কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এসেছে, তখনও তাদের প্রস্তুতি নেওয়া বাকি রয়েছে। যখন ন্যাশনাল রিফর্মাররা ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করার পদক্ষেপের জন্য চাপ দিতে শুরু করল, তখন আমাদের শীর্ষ নেতাদের উচিত ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং আন্তরিকভাবে এই প্রচেষ্টাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য কাজ করা। আমাদের লোকদের কাছ থেকে আলোর—এই সময়ের জন্য তাদের যে বর্তমান সত্য প্রয়োজন—গোপন রাখা ঈশ্বরের বিধান নয়। আমাদের সকল প্রচারকই, যারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা দিচ্ছেন, আসলে সেই বার্তাটি কী নিয়ে গঠিত তা বোঝেন না। ন্যাশনাল রিফর্ম আন্দোলনকে কেউ কেউ এতটাই তুচ্ছ বলে মনে করছেন যে তাঁরা এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি, এমনকি মনে করছেন যে এতে মনোযোগ দিলে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা থেকে ভিন্ন প্রশ্নগুলোর পেছনে সময় দেওয়া হবে। এই সময়ের

জন্য নির্দিষ্ট সেই বার্তাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রভু আমাদের ভ্রাতাদের ক্ষমা করুন।

বর্তমান সময়ের বিপদসমূহ সম্পর্কে মানুষকে জাগিয়ে তোলা দরকার। প্রহরীরা ঘুমিয়ে আছে। আমরা বহু বছর পিছিয়ে আছি। প্রধান প্রহরীরা যেন নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করুক, যাতে তারা বিপদগুলো দেখতে তাদের দেওয়া সুযোগগুলো না হারায়।

যদি আমাদের সম্মেলনগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাদের কাছে প্রেরিত বার্তাটি গ্রহণ না করেন, এবং কর্মকাণ্ডে নামতে শৃঙ্খলায় না আসেন, তবে চার্চসমূহ বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যখন প্রহরী তলোয়ার আসতে দেখেন এবং তূরীতে স্পষ্ট ধ্বনি তোলেন, তখন সারির বরাবর থাকা লোকেরা সেই সতর্কবাণী প্রতিধ্বনিত করবে, এবং সবাই সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু প্রায়ই নেতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন বলছেন: 'অতি তাড়াহুড়ো না করি। ভুলও হতে পারে। মিথ্যা সতর্কতা না তুলি—সাবধান থাকতে হবে।' তার এই দ্বিধা ও অনিশ্চয়তাই যেন চিৎকার করে বলছে: 'শান্তি ও নিরাপত্তা। উত্তেজিত হবেন না। আতঙ্কিত হবেন না। ধর্মীয় সংশোধনী প্রসঙ্গ নিয়ে যতটা দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এই আলোড়ন শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে যাবে।' এভাবে তিনি কার্যত ঈশ্বরের পাঠানো বার্তাকে অস্বীকার করেন, এবং যে সতর্কবাণীটি চার্চসমূহকে জাগিয়ে তুলতে ছিল, তা তার কাজ করতে ব্যর্থ হয়। প্রহরীর তূরী কোনো স্পষ্ট ধ্বনি তোলে না, এবং লোকেরা যুদ্ধে প্রস্তুতও হয় না। প্রহরী সাবধান থাকুক, যেন তার দ্বিধা ও বিলম্বের কারণে আত্মাগুলি বিনষ্ট হয়ে না যায়, এবং তাদের রক্ত তার হাত থেকেই দাবি না করা হয়।

আমরা বহু বছর ধরে আমাদের দেশে রবিবার আইন প্রণীত হওয়ার অপেক্ষায় আছি; আর এখন, যখন আন্দোলনটি আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে, আমরা প্রশ্ন করি: এই বিষয়ে আমাদের জনগণ কি তাদের কর্তব্য পালন করবে? আমরা কি পতাকা তুলে ধরতে এবং যারা তাদের ধর্মীয় অধিকার ও সুবিধাকে মূল্য দেয় তাদেরকে সামনের সারিতে আহ্বান করতে সাহায্য করতে পারি না? সেই সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, যখন যারা মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতে বেছে নেবে, তাদেরকে নিপীড়নের কঠোর হাত অনুভব করতে বাধ্য করা হবে। তখন কি আমরা নীরব থেকে ঈশ্বরকে অসম্মান করব, যখন তাঁর পবিত্র আজ্ঞাগুলো পদদলিত হচ্ছে?

যখন প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্ব তার মনোভাবের দ্বারা রোমের প্রতি ছাড় দিচ্ছে, তখন আসুন আমরা সজাগ হই, পরিস্থিতি বুঝি এবং আমাদের সামনে থাকা সংগ্রামকে তার প্রকৃত প্রেক্ষাপটে দেখি। প্রহরীরা এখন কণ্ঠ তুলুক এবং এই সময়ের জন্য বর্তমান সত্যের বার্তাটি দিক। আসুন আমরা মানুষকে দেখাই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে আমরা কোথায় অবস্থান করছি এবং প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্টবাদের চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি, বিশ্বকে দীর্ঘদিন ধরে উপভোগ করা ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার-সুবিধার মূল্য উপলব্ধিতে জাগিয়ে তুলতে।

ঈশ্বর আমাদের জাগতে ডাকছেন, কারণ শেষ নিকটে। শীঘ্রই আমাদের উপর উদ্ঘাটিত হতে চলা মহান দৃশ্যাবলীতে অংশ নেওয়ার জন্য পৃথিবীতে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করতে স্বর্গীয় দরবারে প্রতিটি কেটে যাওয়া ঘণ্টা ব্যস্ততায় অতিবাহিত হচ্ছে। এই কেটে যাওয়া মুহূর্তগুলো, যেগুলোকে আমরা এত সামান্য মূল্য দিই, চিরস্থায়ী গুরুত্বে ভারী। এগুলো আত্মার নিয়তি গড়ে দিচ্ছে—চিরন্তন জীবন অথবা চিরস্থায়ী মৃত্যুর জন্য। আজ

আমরা মানুষরে কানে যে কথা উচ্চারণ করছি, যে কাজ করছি, এবং যে বার্তার আত্মা আমরা বহন করছি—তা হবে কারও কাছে জীবন হইতে জীবনরে সুগন্ধ, আর কারও কাছে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর।

"আমার ভাইয়রো, তোমরা কি উপলব্ধি কির যে আমাদরে সামনে থাকা পরীক্ষার জন্য এখন তোমরা যে প্রস্তুতি নিচ্ছ, তার ওপরই তোমাদরে নিজস্ব পরিত্রাণ যমেন নির্ভর করছে, তমেনি অন্য আত্মাগুলোর ভবিতব্যও? তোমাদরে মধ্যে কি সেই তীব্র উৎসাহ, সেই ধার্মকিতা ও নবিদেন আছে, যা বিরোধিতা তোমাদরে বিরুদ্ধে উঠলে তোমাদরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম করবে? যদি ঈশ্বর কখনো আমাকে দিয়ে কথা বলে থাকনে, তবে এক সময় আসবে যখন তোমাদরেকে পরিষদগুলোর সামনে আনা হবে, এবং তোমরা যে সত্য-সংক্রান্ত প্রতিটি অবস্থান ধারণ করো, তা কঠোরভাবে সমালোচিত হবে। যে সময়টি এখন অনকেেই অপচয় হতে দিচ্ছে, তা আমাদরেকে যে দায়িত্ব ঈশ্বর দিয়েছেনে—আসন্ন সংকটরে জন্য প্রস্তুতি নিওয়া—সে কাজে নিবেদিত হওয়া উচিত।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ৭১৪–৭১৬।